ধারণাপত্র

কোভিড পরবর্তী সময়ে নারী ও নারী শ্রমিকের অসহায়ত্ব:
শোভন কাজ এবং সামাজিক সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা

মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মরণঘাতী একটি বৈশ্বিক মহামারি হল নভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-১৯। চীনের উহান প্রদেশে ৩১ ডিসেম্বের ২০১৯ এ সর্বপ্রথম শনাক্ত হয় নভেল করোনা ভাইরাস রোগ বা কোভিড-১৯। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ১১ মার্চ ২০২০ এ করোনা ভাইরাস "মহামারি" হিসেবে ঘোষিত হয়। বাংলাদেশে ২০২০ সালের ৮ মার্চ প্রথম কোভিড-১৯ এর রোগী শনাক্ত করা হয়। কোভিড-১৯ অর্থনীতি সমাজ এবং মানুষের পারিবারিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। জাতিসংঘের মতে, গত ৭৫ বছরে বিশ্ব এ ধরনের পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়নি। বৈশ্বিক অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার সাথে সাথে মহামারিটি উন্নয়ন, সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, খাদ্য, এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

কোভিড-১৯ মহামারি বাংলাদেশে এক অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট তৈরি করেছে (Kumar & Pinky, 2020)।অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রে প্রান্তিক মানুষের কর্মক্ষেত্র এবং জীবিকা প্রভাবিত হয়েছে (Genoni et al., 2020)। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কেনার ক্ষেত্রে শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষদের অনেকাংশেই ব্যয় সংকোচন করতে হয়েছে।

করোনা সংকট বাংলাদেশের নারীদের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে এবং শ্রমবাজার ও গৃহ উভয়ক্ষেত্রেই জেন্ডার সম্পর্ককে পরিবর্তিত করেছে। কোভিডকালীন সময়ে চাকরিচ্যুত অনেক নারী শ্রমিককেই যখন দেশে ফিরে যেতে হয় তখন তাদের শ্বশুর বাড়ি কিংবা বাপের বাড়ি কোথাও ঠাঁই হয়নি। তাকে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। এমন কি স্বামীও ছেড়ে চলে গেছে (উবিনীগ, ২৮ নভেম্বর ২০২০)।

করোনাকালে পারিবারিক সহিংসতা এবং বাল্যবিয়ের ঘটনা বেড়েছে। করোনার আগের দুই বছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় উঠে এসেছে, বাংলাদেশের ৫৯ শতাংশ শিশু কন্যার বিয়ে হয় ১৮ বছরের আগে এবং ২২ শতাংশের বিয়ে হয় ১৫ বছরের আগে। কিন্তু করোনাকালে ১৩ শতাংশ বাল্যবিয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে যা ২৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি (দ্য ডেইলি স্টার, ২০ অক্টোবর, ২০২০) ।

২০২২ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কর্মজীবী নারী ক্রিশ্চিয়ান এইডের সহযোগিতায় কোভিড-'১৯ পরবর্তী সময়ে শহুরে নারী শ্রমিক যারা বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে যুক্ত তাদের শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা এবং একইসাথে তাদের অরক্ষিত (Vulnerability) অবস্থার ঝুঁকি কমাতে সামাজিক সুরক্ষায় যুক্তকরণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে।

এ কাজের অংশ হিসেবে কর্মজীবী নারী পরিচালিত এক জরিপে দেখা যা কোভিডের কারণে পেশার পরিবর্তন করেছেন - ১০.২% নারী। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়েও দেখা গেছে যে, ৬৯৫ জন নারী শ্রমিকের মধ্যে ২০০ জন করোনার আগে গার্মেন্টস এ কাজ করত কিন্তু কোভিড পরবর্তী সময়ে ১৩৩ জন নারী শ্রমিক গার্মেন্টেস এ ফিরে যেতে পারেননি। এছাড়া করোনার পূর্বে গৃহশ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২৫৮ জন যা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে ৩২৭ জনে। এছাড়া নারী শ্রমিকেরা বর্তমানে বিভিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসহ একাধিক শ্রমে যুক্ত আছেন। করোনার পূর্বে এই ৬৯৫ জন নারীর গড় আয় ছিল ৮২০৮ টাকা এবং বর্তমানে গড় আয় ৪৪৪০ টাকা। জরিপের তথ্যানুযায়ী, করোনাকালীন সময়ে দৈনিন্দিন চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে ৬০.৭ শতাংশ নারী ঋণ গ্রহণ করেছেন যার মধ্যে ৬২.৪ শতাংশ এখনো সেই ঋণের বোঝা বহন করছে।

এছাড়া অনেক নারী শ্রমিক রয়েছেন যাদের একক আয়ে সংসার চলে। জরিপের তথ্য অনুযায়ী এই নারী শ্রমিকের মধ্যে ৯ শতাংশ নারী বিধবা, ১.২ শতাংশ নারীর বিবাহ বিচ্ছেদ এবং ৩.৩ শতাংশ নারী স্বামী অন্যত্র চলে গেছে। এদের মধ্যে অনেকেই সরকারি সামাজিক সুরক্ষার আওতাভুক্ত নন। শহরে তুলনামূলকভাবে সামাজিক সুরক্ষার পরিমাণ কম এবং অনেকেই কী কী ধরনের সামাজিক সুরক্ষা পাওয়া যায় সে সম্পর্কে সচেতন নন। ফলে যতটুকু সরকারি সহায়তা পাওয়া যায় তারা সেটিও পান না।

প্রাতিষ্ঠানিক বা অ-প্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারীদের শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি। জরিপে দেখা গেছে এক তৃতীয়াংশ নারী কোন না কোনভাবে হয়রানির শিকার যার মধ্যে ৯২.১ শতাংশ নারী হয়রানির শিকার হয়েছেন নিজ কর্মক্ষেত্রে। কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের জন্য আচরণ বৈষম্য, মজুরি বৈষম্যসহ কাজের অতিরিক্ত চাপ অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা গিয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে গত একবছরে কর্মজীবী নারী'র মাঠ পর্যায়ে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, প্রকল্পের কর্এলাকার নারী ও নারী শ্রমিকেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে বিতরণকৃত সামাজিক সেবাগুলো সম্পর্কে জানেন না বা জানলেও সেগুলো কীভাবে পেতে হবে সে সম্পর্ অবগত নন। ফলে সেসকল সেবায় তাদের অভিগম্যতা নেই। বিভিন্ন সময় প্রকল্পের অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনা করে সামাজিক যে সকল সেবার প্রয়োজনীয়তার দেখা পাওয়া যায় তা হল- সুদমুক্ত ঋণ, বিনামূল্যে এলাকাভিত্তিক আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ ,দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বা চিকিৎসার জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান এবং বয়স্ক ভাতা/প্রতিবন্ধী ভাতা/বিধবা ভাতা/স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতা সহজে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করা।

সামাজিক সুরক্ষা এবং শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে নারী শ্রমিকদের সুপারিশসমূহ

সামাজিক সেবা প্রাপ্তিতে নারী ও নারী শ্রমিকের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে-

- সামাজিক সেবা সম্পর্কে ডোর-টু-ডোর প্রচারণা করা
- সামাজিক সেবা প্রাপ্তির ধাপগুলোর সহজীকীকরণ করা
- নারী শ্রমিকদের জন্য সুদমুক্ত ঋণ ও এলাকাভিত্তিক আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা
- দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত ও দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান বা চিকিৎসার জন্য অর্থ সহায়তা প্রদান

শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণে-

- কর্মক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের তদারকি বৃদ্ধি করা
- আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী সময় এবং শারীরিক সক্ষমতার অনুপাতে কাজের লক্ষ্যমাত্রা (টার্গেট) নির্ধারণ করা
- নারী ও পুরুষের সমকাজে সম মজুরি নির্ধারণ করা
- দ্রব্যমূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মজুরি নির্ধারণ করা
- বয়স্ক ও চাকরিচ্যুত শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

- সকল নারী শ্রমিকের জন্য মাতৃত্বকালীন সেবা ও ছুটি নিশ্চিত করা
- নারী ও নারী শ্রমিকদের যৌন নিপীড়ন এর বিরূদ্ধে অভিযোগ করতে উৎসাহিত করা এবং নিপীড়কের শাস্তি নিশ্চিত করতে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ কার্যকরী আইন বাস্তবায়ন

প্রত্যাশিত ফলাফল

এই মতবিনিময় সভার মাধ্যমে করোনাকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও নারী শ্রমিকদের শোভন কাজ ও সামাজিক সুরক্ষায় অভিগম্যতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে অংশগ্রহণকারীগণ জানতে পারবেন একইসাথে যথাযথভাবে নারী ও নারী শ্রমিকদের শোভন কাজ এবং সামাজিক সুরক্ষায় অভিগম্যতার বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের সুপারিশ ও দিক নির্শনা আয়োজকদের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে বলে আমরা আশা করছি। তাছাড়া এই মতবিনিময় সভার আলোচ্য বিষয়ের উপর একটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণীত হবে যা নারী ও নারীশ্রমিকের জন্য কল্যাণকর হবে বলে আমরা মনে করি।

সংলাপে অশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্র সংখ্যা: ৫০ জন

অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ: নীতি-নির্ধারক, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন উন্নয়ন সংগঠন, আইএনজিও, একাডেমিশিয়ান, নারী সংগঠন, শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন খাতে নিয়োজিন নারী শ্রমিকবৃন্দ।